শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়।

শ্রীভাগবতাচার্য্য-বিরচিত।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বংশসম্ভূত

শ্রীল শ্রীপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-প্রভু-কর্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা.

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীবৈশাখী পূর্ণিমা, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৭।

বঙ্গাব্দ ১৩০৯।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

—:০:—

প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইল, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর পরম প্রীতিভাজন মহানুভব ভাগবতাচার্য্য 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' নামে একখানি বাংলা-পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি মহর্ষি বেদব্যাস-বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অধিকাংশ স্থলেরই—যে যে স্থলে স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা অতি স্পষ্টরূপে অভিহিত হইয়াছে, সেই সেই স্থলেরই ভাবানুবাদ—কেবল অনুবাদই বা বলি কেন, একরূপ ব্যাখ্যাবিশেষ। এই অনুবাদ বা ব্যাখ্যার ভিতরে স্বামিপাদ বা গোস্বামিপাদগণের ব্যাখ্যায় অনভিব্যক্ত অনেক নূতন তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থের ভাষও যার-পর-নাই সরল ও সুমধুর। এই "শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়" গ্রন্থখানি ঐ কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীরই অন্তর্গত।

বিগত ১৩০৭ সালে, বর্দ্ধমানজেলার অন্তঃপাতী—বেড়ুগ্রামের সন্নিহিত সাদিপুর-গ্রাম-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত এককড়ি মিত্র মহোদয়ের নিকট হইতেই আমরা এই "শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের" একখানি প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছিলাম; কিন্তু পুঁথিখানি স্থানে স্থানে খণ্ডিত থাকায়, একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও এত দিন সাধারণে প্রকাশ করিতে পারি নাই। ভগবৎকৃপায় সম্প্রতি আমরা আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ কটক-কলেজের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় এবং পরম সুহৃৎ বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর দশমস্কন্ধ দুই গ্রন্থ

পাইয়াছি। তাঁহারই সাহায্যে এই রাসপঞ্চাধ্যায়খানি সংশোধন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর শ্রীকরকমলে উপহার প্রদান করিতে পারিলাম।

যে লীলার অপ্রাকৃত মাধুর্য্যে ভক্ত ও ভাবুকের মন-প্রাণ মাতিয়া উঠে, যে লীলার আকর্ষণী-শক্তিতে আত্মারামগণেরও চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং যে লীলার কথা স্মৃতিপথে সমুদিত হইলে স্বয়ং লীলাময় ভগবানেরও মন 'কেমন কেমন' হইয়া যায়, সেই সর্ব্বলীলাশ্রেষ্ঠ রাসলীলার বিশেষ পরিচয় প্রদান করা মাদৃশ সামান্য ব্যক্তির পক্ষে একরূপ অসম্ভব। সুতরাং সে বিষয়ে বিরত হইয়া গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেই অগ্রসর হইলাম।

গ্রন্থকারের প্রকৃত নাম—রঘুনাথ। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর প্রথমেই তিনি বলিতেছেন,—

"কৃষ্ণ-গুণ-ধর্ম্ম ভাই শুন সাবধানে।
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী রঘুনাথ গানে॥"

ইনি জাতিতে—ব্রাহ্মণ, নিবাস—কলিকাতার ২।৩ মাইল উত্তরে—বরাহনগরে* এবং 'ভাগবতাচার্য্য' তাঁহার মহাপ্রভুদত্ত পদবী। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়ে দেখিতে পাই,—

"তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগবত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥

---

* বরাহনগরে মালিপাড়া নামক স্থানে—গঙ্গার অতি নিকটে অদ্যাবধি ভাগবতাচার্য্যের পাটবাটী বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শুনিঞা তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
'বোল বোল' বোলে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করেন সদায়॥
সেহো বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া॥
ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃপুন আছাড় পাড়েন পৃথিবীতে॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমার প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোক পায় ত্রাস॥
এইমত রাত্রি তিনপ্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিঞা নাচিলা গুণনিধি॥
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে বিপ্রেরে করিলেন আলিঙ্গন॥
প্রভু বোলে—ভাগবত এমন পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য॥
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি।
সভে করিলেন মহা জয়-হরি-ধ্বনি॥"

গ্রন্থকারের গুরু—গদাধর গোস্বামী। একথা তিনি আপন মুখেই প্রচার করিয়াছেন,—

"পণ্ডিতগোসাঞি শ্রীগদাধর-নামে।
যাহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে॥

ক্ষিতিতলে কৃপায়ে করিলা অবতার।
অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার॥
বৈকুণ্ঠনায়ক কৃষ্ণ—চৈতন্যমূরতি।
তাঁহার অভিন্ন তত্ত্ব—সহজশকতি॥
মোর ইষ্টদেব গুরু সে-দুই-চরণ।
দেহ-মন-বাক্য মোর সে-ই সে জীবন॥"

(কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ১ম স্কন্ধ।)

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর প্রায় প্রতি অধ্যায়েরই পর্য্যবসানে—"ভক্তিরস-গুরু শ্রীগদাধর জান" কিংবা "ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান" প্রভৃতি অংশ দেখিয়াও ঐ কথাই মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীও (চৈঃ চঃ, আদি. ১২শ পরিচ্ছেদে) এই জন্যই গদাধরপণ্ডিতের শাখামধ্যে ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

'ভাগবতাচার্য্য' পদবীটি মহাপ্রভুর প্রদত্ত বলিয়াই বোধ হয় গ্রন্থকার বৈষ্ণবসমাজে সর্ব্বত্র ঐ নামেই অভিহিত হইতেন এবং স্বয়ংও ঐ নামেই আপনাকে পরিচিত করিতে ভাল বাসিতেন।

পুরাকালে গ্রন্থকার ও তাঁহার গ্রন্থের যে যথেষ্ট সমাদর ছিল, তাহা প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মহাত্মা যদুনন্দনদাস স্বরচিত গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীর শাখা-নির্ণয়ামৃত গ্রন্থে—ধ্রুবানন্দ এবং শ্রীধরব্রহ্মচারীর পরেই ভাগবতাচার্য্যের এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

"বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গপ্রিয়পাত্রকম্।
যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী॥"

কবিকেশরী কর্ণপূরও তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ॥"

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় গ্রন্থকার ও তাঁহার গ্রন্থের উল্লেখ থাকায়, আমরা গ্রন্থের রচনাকাল অনেকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি। ১৪৯৮ শকাব্দায় * গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ ১৪৯৮ শকাব্দার পূর্ব্বেই যে ভাগবতাচার্য্য কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী রচনা করেন, সে পক্ষে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না।

আর এক কথা,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রমের শেষভাগে অর্থাৎ ১৪৩১ শকাব্দায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে তিনি ছয়বৎসরকাল অর্থাৎ ১৪৩১ হইতে ১৪৩৭ শকাব্দা পর্য্যন্ত নীলাচল, গৌড় প্রভৃতি নানা স্থানে গমনাগমন করেন। তাঁহার এই গমনাগমনের মধ্যে একবার তিনি শান্তিপুর, কুমারহট্ট, পাণিহাটী প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া নীলাচল অভিমুখে যাইবার সময়, বরাহনগরে আসিয়া রঘুনাথকে 'ভাগবতাচার্য্য'-উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এদেশ হইতে প্রভুর এই নীলাচল-যাত্রাটি দ্বিতীয়বার। সুতরাং বলিতে হয় যে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের অন্তত ২।৩ বৎসর পরে (অর্থাৎ ১৪৩৩ কিংবা ১৪৩৪ শকাব্দায়) রঘুনাথ 'ভাগবতাচার্য্য' পদবীতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং ঐ সময় হইতে গৌরগণোদ্দেশদীপিকার রচনাকালের (অর্থাৎ ১৪৯৮ শকাব্দার) মধ্যে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু কর্ণপুর 'কৃষ্ণপ্রেম-

---

* গৌরগণোদ্দেশদীপিকার শেষভাগে কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন,—
"শাকে বসুগ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে, গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ—" ইত্যাদি।

তরঙ্গিণীর গ্রন্থকার' বলিয়া ভাগবতাচার্য্যের পরিচয় প্রদান করায় ইহাও অনায়াসেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, কর্ণপূরের গণোদ্দেশদীপিকার রচনাকালে 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। সুতরাং গৌরগণোদ্দেশদীপিকার অনেক দিন পূর্ব্বেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, বলিতে হয়।

সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাদের প্রাচীন-গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতেছেন। প্রিয় পাঠকগণকে এই শুভ সমাচার জ্ঞাপন এবং গ্রন্থপ্রদাতৃগণকে অগণিত আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীবৈশাখী পূর্ণিমা, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৭।
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির।
১১নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন,
সিমুলিয়া, কলিকাতা।

বৈষ্ণবচরণরেণুলোলুপ
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়।

---

(১)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

বিনোদবালকৈঃ সার্দ্ধমখণ্ডিতসুখো হরিঃ।
ক্রীড়াকৃতে ব্রজস্ত্রীভিস্তন্মনোরথসিদ্ধয়ে॥ ১॥
কামদর্পবিনাশার্থং পুনঃ কামী স্বয়ং প্রভুঃ।
লোকানুকরণেনৈব ভাবান্ স্বস্বমাদিশন্॥ ২॥

বরাড়ী রাগ।

গোপিকার সঙ্গে কৃষ্ণ করিব রমণ।
মনে হেন কৈল যদি প্রভু নারায়ণ॥
শারদ-যামিনী চারু চৌদিগে বিমল।
প্রফুল্ল মালতী মল্লী যূথিকা সুন্দর॥
বহু গুণ বহু সুখ হৈল বৃন্দাবনে।
অখণ্ড পূর্ণিমা-শশী উদিত গগনে॥
চিরদিনে যেন নারী পতি-দরশনে।
সর্ব্বলোক-শোক হরে আনন্দিতমনে॥

কমলা-বদন-তুল পূর্ণ শশধর।
তা দেখিয়া আনন্দিত ভেল গদাধর॥
ঝলমলি বৃন্দাবনে চান্দের কিরণে।
বনে রহি গোপীনাথ দিল বাঁশী-সানে॥
শুনিঞা বাঁশীর নাদ বেয়াকুল-চিতা।
মুরুছি পড়িল গোপী মদন-উদিতা॥
গোবিন্দে হরিল চিত—নাহি অবধানে।
চৌদিগ ভরিয়া গোপী চলে বৃন্দাবনে॥
একপথে চলে—কেহো কাহো নাহি জানে।
চঞ্চল কুণ্ডলযুগ ত্বরিত-গমনে॥
দোহনে আছিল গোপী তেজিল দোহনে।
দধি মথে ব্রজনারী তেজে ততক্ষণে॥
গোরস উথলি পড়ে তেজে সেইমনে।
গুরুজন তেজিল ওদন-পরিসনে॥
স্তন্য পিয়াইতে শিশু ভূমিতে পেলিয়া।
ভোজন করিতে অন্ন চলিল তেজিয়া॥
পতিসেবা করিতে আছিল ব্রজনারী।
আকুলে চলিল গোপী পতিসেবা ছাড়ি॥
এক আঁখি অঞ্জন,—কুণ্ডল এক কাণে।
পহিতে চলিল গোপী শুনি বেণু-সানে॥

চরণে কুণ্ডল হার,—নূপুর রসনা—।
শিরে পহ্রে ব্রজনারী পাসরে আপনা॥
ঊর্দ্ধবাস অধো পহ্রে—উর্দ্ধে অধোবাস।
কে বা কি করিব—মনে না হয়ে প্রকাশ॥
যুগধি গোপীর মনে একোহি না ভায়।
কৃষ্ণ-অভিমুখে সব গোপী চলি যায়॥
কৃষ্ণপ্রেম এই সে সহজ রীতি রসে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম তিন ছাড়য়ে বিশেষে॥
কুলধর্ম্ম নিজসুখ ধন আঁর জনে।
প্রেমরসে এ তিন ছাড়িল গোপীগণে॥
পতি পিতা বন্ধুগণে ধরিয়া রহায়।
রাখিতে না পারে গোপী শীঘ্র চলি যায়॥
দৃঢ়বন্ধে কপাট বান্ধিয়া বন্ধুগণে।
নিজঘরে কথো গোপী রাখিল যতনে॥
তাঁরা-সব ধ্যানে কৃষ্ণ ভাবিল হৃদয়।
মুক্তিপদ পাইল—দেহ ছুটি কর্ম্মময়॥
জার-ভাবে কৈল গোপী গোবিন্দ-ধেয়ানে।
তভু মুক্তিপদ পাইল—বিনে তত্ত্বজ্ঞানে॥
বস্তুর শকতি বুদ্ধি-অপেক্ষা না করে।
অজ্ঞানে অমৃত খাইয়া কে নহে অমরে?॥

যদি বা বলিবে—'কর্ম্মবন্ধ নাহি যায়—।
মুকুতি লভিল গোপী কেমন উপায় ?' ॥
কহি অদভুত রাজা ! শুন সাবহিতে।
গোপীগণ-কর্ম্মবন্ধ ছুটিল যেমতে ॥
প্রলয়-আনল-তুল বিরহ-সন্তাপে।
দুঃখভোগ ছুটিল জনম-কোটি-পাপে ॥
ধ্যানযোগে পাইল গোপী গোবিন্দ-সংযোগ।
সেই সুখে হৈল সর্ব্বপুণ্যকর্ম্মভোগ ॥
পাপ পুণ্য কর্ম্মবন্ধ ছুটে ততক্ষণে।
হেনমতে মুকুতি লভিল গোপীগণে ॥
প্রবোধ না পাইল রাজা পণ্ডিত সুজ্ঞানে।
মুনিকে পুছিল কিছু বিনয়-বচনে— ॥
শুন শুকমুনি ! যদি করিয়ে বিচার।
পতি পুত্র—ব্রহ্ম ছাড়ি বন্ধ নহে আর ॥
ব্রহ্মভাবে পতি পুত্র কেহো নাহি সেবে।
এই সে কারণে কেহো মুকুতি না লভে ॥
ব্রহ্মভাবে গোপী না ভজিল গদাধর।
কেমতে মুকুতি পাইল ?—কহত উত্তর ॥
(জারভাবে কেবল ভজিল ব্রজনারী।
কেমতে মুকুতি পাইল কর্ম্মবন্ধ ছাড়ি ॥)

তবে শুকমুনি দিল রাজারে উত্তর—।
না কর সংশয়—কথা শুন নৃপবর ! ॥
সর্ব্বলোকে ব্রহ্ম বৈসে কেবল গোপতে।
এই কৃষ্ণ পরব্রহ্ম জানিহ সাক্ষাতে ॥
গোপাল-ভজনে জ্ঞান অপেক্ষা না করে।
যেমনে-তেমনে ভক্তি কর্ম্মবন্ধ ছাড়ে ॥
পূর্ব্বে যে কহিল রাজা ! তাহো বিস্মরিলে।
অরিভাবে মুক্তিপদ পাইল শিশুপালে ॥
গোপনারী সাক্ষাত কৃষ্ণের প্রিয়তমা।
তাহাতে করিছ রাজা ! বিস্ময়-ঘটনা ॥
করুণাসাগর দীনবন্ধু হিতকারী।
সর্ব্বলোক উদ্ধারিল ব্যক্ত রূপ ধরি ॥
নির্লেপ নির্গুণ ক্ষয়-প্রমাণ-রহিত।
লোক-প্রতিকার-হেতু সাক্ষাতে বিদিত ॥
কাম ক্রোধ ভয় প্রেম সম্বন্ধ ভকতি।
এ সব ভাবনা কৈলে কৃষ্ণময় গতি ॥
মহাযোগ-যোগেশ্বর প্রভু দয়াময়।
কোন্ বুদ্ধি রাজা ! তোমার—করিছ বিস্ময় ॥
তরু লতা তৃণ গুল্ম—সে পাইল নিস্তার।
গোপীর কারণে কেনে বিস্ময় তোমার ॥

তবে রাসকেলি রাজা। কহিব এখনে।
দৃঢ়মতি হৈয়া রাজা! শুন সাবধানে॥
চৌদিগে ভরিয়া গোপী নিকটে দাণ্ডায়।
হাসিয়া কি বোলে বাণী প্রভু যদুরায়॥
"আইস আইস কহ গোপী! কুশল কল্যাণ।
কি করিব আমি তোমার কহ বিদ্যমান॥
গোপকুলে কি হয়ে শঙ্কট উতপাত।
তে-কারণে আইলে কি বা আমার সাক্ষাত॥
আগমন-কারণ কহিবে ব্রজনারী!।
বনে পরবেশ কৈলে কি ভরসা করি॥
ভর-নিশি এত রাত্রি বিপিন ঘোরতর।
এই বনে নানা জন্তু বৈসে ভয়ঙ্কর॥
কোন্ সাহসে আইলে গোপী! কৈলে এত কাজ
জনম অবধি থুইলে গুরুকুলে লাজ॥
পতি সুত বন্ধুগণে তোমা না দেখিয়া।
চাহিতে চাহিতে বুলে বেয়াকুল হৈয়া॥
কুলবতী নারী হৈয়া কর হেন কাজ।
দু-কুল ভরিয়া গোপী! থুইলি বড় লাজ॥
যদি বোল—দেখিতে আইল বৃন্দাবন।
চাহিয়া নেহার গোপী! কুসুমকানন॥

শারদ-যামিনী—চান্দ ঝলমল-জ্যোতি।
যমুনা-লহরী—বাত বহে মন্দগতি॥
মধুর সৌরভ—বহু বিহগ-সুনাদ।
এ বনে উপজে গোপী! কাম-উনমাদ॥
যাবত হৃদয়ে নাহি মনোমথ উঠে।
পাছে পরমাদ হৈব—চলি যাহ ঝাটে॥
বিলম্ব না কর গোপী! চল নিজ-ঘরে।
নারীকুলে এই ধর্ম্ম—পতিসেবা করে॥
স্তন্যপ ছাওয়াল বৎস রহিল বন্ধনে।
ছাওয়ালকে দেহ দুগ্ধ—কর গো-দোহনে॥
যদি বা বলিবে—আইনু তোমাদরশনে।
দেখিলে আমাকে—চল গোকুল-ভুবনে॥
এ পুন সহজ হয়ে সর্ব্বলোক-রীতি।
আমা দেখিবারে লোক বাঢ়ায় পিরিতি॥
আমাকে দেখিলে গোপী! এ বড় সুন্দর।
সুখে যাহ সুন্দরি! চলিয়া নিজ-ঘর॥
নারীকুলে মুখ্য ধর্ম্ম—পতি-সুসেবনে—।
পতিবন্ধু-পালন—পোষণ পরিজনে॥
রোগযুত দুর্গত দারিদ্র জড়মতি।
তহু পতি না ছাড়িব নারী কুলবতী॥

তেজিতে পাতকী পতি সবে অধিকার।
পতিসেবা ছাড়ি নারী কুলে নাহি আর॥
নিজপতি ছাড়ি জার যে করে সেবন।
কুলে অপযশ তার নরকে গমন॥
প্রবেশ-নির্গম-কালে হয়ে দুঃখ ভয়।
নরক ছাড়িয়া তার স্বর্গবাস নয়॥
যদি বা বলিবে—ভক্তি করিবে আমাতে।
নিকটে থাকিলে ভক্তি নহিব সাক্ষাতে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান করিহ সদায়।
অচলা ভকতি হৈব—এই সে উপায়॥
সন্তোষ করিয়া চিত্তে চলি যাহ ঘর।
ঘরে থাকি ভকতি করিহ নিরন্তর॥"
কৃষ্ণের নিঠুর বাণী শুনি ব্রজরামা।
বিষাদ-মোহিতা গোপী হৈল হতকামা॥
ত্যাগভয়-শোক-শ্বাসে শুখাইল অধর।
হেট-মাথে পদনখে লেখে ক্ষিতিতল॥
নয়নে গলয়ে জল—তনু বেয়া পড়ে।
কাজল-মলিন কুচকুঙ্কুম পাখালে॥
নিশবদে রহে গোপী পায়া দুঃখভার।
এক-পদ হনে পদ না তুলিল আর॥

চিরক্ষণ ব্রজনারী রহে সেইমনে।
বিমরিষ হৈয়া দিল চিত্ত-সমাধানে ॥
রোদন তেজিয়া জল মুছিল নয়নে।
কোপে গদগদ বাণী বোলে গোপীগণে—।
"কে বোলে—দয়াল কাণু ভকতবৎসল।
কে বোলে—জীবননাথ করুণাসাগর'॥
সর্ব্বকাম তেজে গোপী যাহার কারণে।
সে হেন নিষ্ঠুর বাণী বলিল কেমনে ॥
শুন শুন প্রাণনাথ প্রভু যদুরায়!।
হেন কি নিষ্ঠুর বাণী বলিতে জুয়ায় ॥
বুঝিল কানাই! তোর এই ঠাকুরালী।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজিয়া ভজিল ব্রজনারী ॥
পদযুগ-সেবা—সবে এই আশা ধরে।
তাহাকে তেজিবে তুমি কেমন প্রকারে ॥
না ছাড় না ছাড় কাণু! ভজিনু চরণে।
পদযুগ-সেবা সবে মাগে গোপীগণে ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র জান তুমি উত্তম পণ্ডিত।
নানাশাস্ত্র-বেদধর্ম্ম তোমাতে বিদিত ॥
তে-কারণে কৈলে নারী-ধর্ম্ম-উপদেশ
পতি-বন্ধু-সুত-সেবা কহিলে বিশেষ ॥

পরম ধরম সত্য এই নারীকুলে।
সর্ব্ব সমর্পিল প্রভু! চরণ-কমলে॥
তুমি সে পরম পতি বন্ধু হিতকারী।
সর্ব্বধর্ম্ম তোমাতে স্থাপিল ব্রজনারী॥
পতি-সুত-বন্ধু-সেবা করি জনেজনে।
সে সব সফল ধর্ম্ম তোমারি চরণে॥
'অল্প বুদ্ধি নারী আমি না বুঝি বিচার'।
হেন যদি বোল—তত্ত্ব কহিব তাহার॥
বড়-বড় উত্তম যতেক মহাজন।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজি ভজে তোমার চরণ॥
আমিসব দেখিল এই সে পরমাণ।
তে-কারণে সর্ব্বধর্ম্ম কৈল সমাধান॥
পতি-সুত-ভজনে কেবল দুঃখসার।
আরতি-ভঞ্জন কানু! চরণ তোমার॥
সদয় হও হে প্রভু! না ছাড়িহ আর।
আশা ধরি গোপীগণ রহে চিরকাল॥
গৃহকর্ম্ম নারীধর্ম্ম কৈলে উপদেশ।
কহিব তাহার কথা শুনহ বিশেষ—॥
গৃহধর্ম্ম কেমতে করিব ব্রজনারী।
তুমি সে হরিলে চিত্ত—ধরিতে না পারি॥

করে কর্ম্ম না করে—না চলে দুই পা'ও।
কেমতে বা চলিব—ধরিতে নারি গা'ও॥
কোথা বা চলিব—কিবা করিব উপায়।
সকল হরিয়া তুমি নিলে যদুরায়!॥
মন্দ হাস মন্দ গীত মধুর বচনে।
হৃদয়ে জ্বলয়ে কাণু! কাম-হুতাশনে॥
অধর-অমৃত-রসে করহ সেচনে।
মদন-আনল-দাহে না রহে জীবনে॥
হের যদি না দেও অধরসুধা-দানে।
বিরহ-আনলে গোপী তেজিব পরাণে॥
ধ্যান ধরি পদযুগ চিন্তিব তোমার।
জনমে-জনমে তহু গতি নাহি আর॥
কমলাসেবিত সুরবন্দিত চরণ।
বিপিন-অটনে আমি দেখিল যখন॥
ঘরে ত রহিতে নারি সে দিন অবধি।
সঙ্কটে পড়িল আমি করিব কি বুদ্ধি॥
চরণ-পঙ্কজ-রসে কত বা মাধুরী।
হৃদয়ে বসএ লক্ষ্মী বাঞ্ছে পদধূলী
ব্রহ্মা-আদি সুর যাকে সেবএ যতনে।
হেন লক্ষ্মী পদধূলি বাঞ্ছএ আপনে॥

আমিসব কেমতে তেজিব তার আশা।
না জানি চরণে কত মাধুরী-প্রকাশা॥
দুরিত-ভঞ্জন কানু! করহ প্রসাদ।
নহে বা তেজিলে পাছে ফলিবে প্রমাদ॥
দাসী হৈয়া থাকিব সেবিয়া পদ-ছায়া।
দাস্যভাব দেহ প্রভু! না ছাড়িহ দয়া॥
চঞ্চল-অলকা-যুত শ্রীমুখমণ্ডল।
কুণ্ডল উজ্জ্বল-জ্যোতি—অরুণ অধর॥
অমৃতমধুর ভাষা—মন্দ মধু হাস।
ভুজদণ্ডযুগ অভয়-পরকাশ॥
কমলা-নিবাস-বক্ষ দেখিল সুন্দর।
তে-কারণে দাসী হৈয়া রহি নিরন্তর॥
মধুর বাঁশীর গান শুনিঞা শ্রবণে।
তোমার সুন্দর রূপ দেখিয়া নয়নে॥
কোন্ কুলবতী নারী নহিব মোহিতা।
ধর্ম্মপথ না ছাড়িব হয়া সাবহিতা॥
তিন লোকে আছে এত বড় কোন্ নারী।
নিজধর্ম্ম না ছাড়িয়া রহে ধৈর্য্য করি॥
তরু মৃগ বিহগ—এ সব পুলকিত।
কোন চিত্র নরলোক যে হঞা মোহিত॥

বেকতে জানিল—তুমি পুরুষ পুরাণ।
গোপকুলে অবতার কর বিদ্যমান॥
ব্রজজন-আরতি হরিবে নারায়ণ।
গোপকুলে জনমিলে এই সে কারণ॥
আমিসব ব্রজনারী গোকুলবাসিনী।
তবে কেনে উদ্ধার না কর যদুমণি! ॥
মদন-দহন-তাপে দহে পয়োধর।
প্রাণরক্ষা কর সবে দিয়া করতল॥
নহে বা না জীব' গোপী মদন-আনলে।
পাছে জানি তিরি-বধ-পরমাদ ফলে॥
হেন যদি বোল—গোপী করে অহঙ্কার।
তুঁহু দাসী ছাড়ি গোপী কভু নহে আর॥
এ বোল বুঝিয়া প্রভু! কুচে দেহ' হাথ।
তবে প্রাণে জীয়ে গোপী—শুন যদুনাথ! ॥"
গোপীগণের শুনিঞা করুণ কাকু-বাণী।
হাসিয়া সদয় হৈল প্রভু যদুমণি॥
মহাযোগযোগেশ্বর নিজযোগবলে।
সব ব্রজরমণী রমিল একবারে॥
আপনেহি সহজে আনন্দ আত্মারাম।
রমিয়া পুরাএ কৃষ্ণ গোপীগণ-কাম॥

রমণীসমাঝে কাণ্ শোভে সুশোভিত।
মদালস-বিলোচন উদার-চরিত॥
তারাগণ-মাঝে যেন পূর্ণ শশধর।
অভিমুখী ব্রজনারী—মাঝে যদুবর॥
জগতপাবন যশ গোপীগণ গায়।
মধুর মুরলী কাণু আনন্দে বাজায়॥
বৈজয়ন্তীমালা দোলে আজানুলম্বিত।
যুবতীসমাঝে কৃষ্ণ দেখিতে শোভিত॥
যমুনা-পুলিন-বন কুসুম-সুগন্ধ।
শীতল-বালুকা-যুত পবন সুমন্দ॥
পরবেশ কৈল সেই পুলিন-কাননে।
অপরূপ রাসরস রচিল পুলিনে॥
বিশাল মৃণালভুজদণ্ড আলিঙ্গন।
করে ধরি দৃঢ় নীবীবন্ধ বিমোচন॥
বহুবিধ পরিহাসে বিবিধ ভাষণ।
বয়নে চুম্বনদান কুচ-করিষণ॥
বিবিধ খেলন মন্দ-মধু-সুধা-হাস।
মদনে মদনপীড়া হৈল পরকাশ॥
সর্ব্ব-কলা-রস-শিরোমণি নারায়ণ।
নানা রসে রমিয়া রমাইল গোপীগণ॥

তবে গোপীগণে এই কৈল অহঙ্কার— ।
আমা বহি পুণ্যবতী নারী নাহি আর ॥
আমাতে অধিক ধন্য নাহি ত্রিভুবনে ।
আমিসব সাক্ষাতে ভজিল নারায়ণে ॥
দেখিয়া গোপালে বোলে—"এ ত বড় দর্প ।
আমা পায়া গোপীগণ করে এত গর্ব্ব ॥
এখনে খণ্ডিব আমি গর্ব্ব অভিমান ।"
এ বোল বলিয়া কৃষ্ণ কৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
ভাগবত-আচার্য্য-রচিত রাসকেলি ।
শুনিলে দুরিত হরে—বুঝিয় বিচারি ॥

---

(২)

কামোদ রাগ।

শুকমুনি বোলে—রাজা। কর অবধানে ।
অন্তর্দ্ধান করি হরি গেলা বিদ্যমানে ॥
না দেখিয়া গোপীগণ মুরুছিয়া পড়ে ।
মজিল রমণীগণ এ-শোক-সায়রে ॥
নিজপতি হারাইল যেন মৃগীগণ ।
তরাসে পড়িয়া তারা হারায়ে চেতন ॥

যেনরূপ কৈলা হরি বিহার-বিলাস।
যেন গতি যেন লীলা যেন মন্দহাস॥
সেই-সেই চরিত্র করয়ে ব্রজনারী।
এই অবলম্বনে রহিল চিত্ত ধরি॥
কৃষ্ণরূপ আপনা ভাবিল ব্রজরামা।
সেই লীলা করে গোপী পাসরে আপনা॥
সব গোপী মেলিয়া গোপাল-গুণ গায়।
বনে-বনে ব্রজনারী চাহিয়া বেড়ায়॥
উনমতি হৈয়া গোপী পুছে—তরুগণ!।
তোরা কি দেখিলে যাইতে নন্দের নন্দন॥
কহকহ তরুগণ! দেখিলে কিরূপে।
না দেখিলে ব্রজনারী না জীব' স্বরূপে॥
শুনহ অশ্বত্থ! বট! কহ সাবধানে।
মন হরি' নন্দসুত গেল সেই বনে॥
কহ কুরুবক! নাগ! পুন্নাগ! অশোক!।
শুন হে চম্পক! গোপীগণ পোছে তো'ক॥
তোরা কি দেখিলে কানু—কহ দেখি তত্ত্বে।
বলরাম-কনিষ্ঠ সহজে উনমতে॥
নারীদর্প হরে—তার এই সে বড়াই।
সহজেই শিশুবুদ্ধি চপল কানাই॥

শুন হে মালতী! মল্লী! কহ যাতি! জুতি!।
এ পথে কি গেলা হরি করিয়া পিরিতি॥
শুন হে কদম্ব! চূত! পনস! পিয়াল!।
কহ হে বকুল! বিল্ব! জম্বু! কোবিদার!॥
যমুনার তীরে তুমি বৈস—তীর্থবাসী।
দুখিনী গোয়ালী সব আমি এই পুছি॥
ধন্য তীর্থবাসী জন করে পরহিত।
কহ কৃষ্ণ-উপদেশ—স্থির কর চিত॥
কহ হে পৃথিবী! তুমি কোন তপ কৈলে।
গোবিন্দ-চরণ-চিহ্ন শরীরে ধরিলে॥
পুলকিত হৈল তরু-লতা-লোমাবলি।
কোন তপ কৈলে তুমি—কহিতে না পারি॥
কহ হে হরিণীগণ! পুছে ব্রজনারী—।
সখিসঙ্গে যাইতে কি দেখিলে বনমালী॥
চপল নয়ন কি সফল হৈল তোরে।
সফল জনম তোর হৈল পশুকুলে॥
সখি-কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিত কুন্দমালে।
হের দেখ বহে তার গন্ধ-পরিমলে॥
স্বরূপে দেখিলে তোরা সে নন্দনন্দন।
কহ উপদেশ—কথা শুন মৃগীগণ!॥

কহ দেখি তরুগণ! পুছিয়ে তোমারে— ।
তোরা কি দেখিলে যাইতে নন্দের কুমারে ॥
ফল-ফুলে নম্র হৈয়া কৈলে পরণাম।
'সাধু সাধু' বলি হরি কৈল কি বাখান ॥
কৃষ্ণদরশন-চিহ্ন দেখিল বিদিতে।
কলিকা ভাঙ্গিয়া কাণু গেলা এই ভিতে ॥
অভাগিনী গোপনারী করএ জিজ্ঞাসা।
স্বরূপে কহিবে তুমি কৃষ্ণ-উপদেশা ॥
এইমত তরু লতা পুছিতে বেড়ায়।
সকল বিরিন্দাবন চাহিয়া বেড়ায় ॥
ধরিতে না পারে চিত্ত—না রহে জীবন।
উপায় করিয়া প্রাণ রাখে কথোক্ষণ ॥
যতযত কর্ম্ম কৃষ্ণে কৈল অবতারে।
গোপীগণ সেই-সেই-লীলা-রূপ ধরে ॥
এক গোপী বোলে—আমি রাক্ষসী পূতনা।
আর গোপী কৃষ্ণরূপী ভাবিল আপনা ॥
পূতনাভাবিনী-স্তন্য পিয়ে কৃষ্ণমতি।
কহিতে না পারি দুই-ভাবনা-শকতি ॥
এক গোপী বোলে—আমি শকটস্বরূপা।
চরণ ক্ষেপিল তাথে আর কৃষ্ণরূপা ॥

এক গোপী হৈল তৃণাবর্ত্ত চক্রবাত।
আর গোপী বোলে—আমি গোপাল সাক্ষাত॥
দৈত্যরূপা গোপী হরে গোপালরূপিণী।
সে ভাব দোঁহার দুই কহিতে না জানি॥
বৎসরূপ দৈত্যভাব ধরে এক রামা।
আর গোপী কৃষ্ণভাব চিন্তিল আপনা॥
দৈত্যরূপা গোপী ধরে গোপাল-ভাবিনী।
আর এক গোপী হৈল গোবিন্দ-রূপিণী॥
চরণে ঠেলিয়া গোপী দমে কালি-নাগ।
'দুষ্ট নিবারিতে আমি কৈল অবতার॥'
এতেক বলিয়া কালি-নাগ-মাথে চড়ি।
আর এক গোপনারী বক-রূপ ধরি॥
বকাসুর যেরূপে বধিল যদুমণি।
বকরূপী ধরে গোপী গোপাল-রূপিণী॥
বৎস-রূপ ধরে কথো আভীরযুবতী।
কথো গোপী ধরে ব্রজবালকমূরতি॥
রাম-কৃষ্ণ-রূপিণী রমণী বেণু বায়।
শিশু-রূপ গোপীগণ কৃষ্ণগুণ গায়॥
আর গোপী কৃষ্ণ-রূপ ধরিয়া আপনে।
বসন তুলিয়া হাথে ধরিল যতনে—॥

গোবর্দ্ধন গিরি আমি হস্তেতে ধরিল।
নাহি-ঝড়-বরিষণ—সব দূর কৈল॥'
যশোদা-রূপিণী হৈল আর রূপবতী।
কুসুম-মালায়ে বান্ধে গোপালমুরুতি—॥
'দধি দুগ্ধ খায়া ভাণ্ড ফেলিলে ভাঙ্গিয়া।
এখনে শকতি বুঝোঁ—পেলিমু বান্ধিয়া॥'
এইরূপ গোপাল-চরিত-রূপ ধরি।
বনে-বনে গোপীনাথ চাহে ব্রজনারী॥
এইমতে বনে-বনে গেল কথোদূরে।
গোবিন্দ-চরণ-চিহ্ন দেখে ক্ষিতিতলে॥
আনন্দে পূরিয়া গোপী চকিত নয়ানে।
সভে মেলি কৃষ্ণপদ করয়ে সন্ধানে॥
হের দেখ কৃষ্ণপদ কেকত উদিত।
ধ্বজ-বজ্র-আদি যত লক্ষণে লক্ষিত॥
চলি যাহ প্রাণসখি! এহি অনুসারে।
দেখি কত দূরে গেলে মিলে গদাধরে॥
এ বোল বলিয়া সব গোপী একমেলি।
বনে-বনে চলে কৃষ্ণের চরণ নেহালি॥
এইমতে বনেবনে গেল কথোদূরে।
এক-সখি-পদচিহ্ন দেখে ভূমিতলে॥

দেখ-দেখ প্রাণসখি! কোন্ দুচারিণী।
কৃষ্ণ লৈয়া দূরবনে আইল একাকিনী॥
এই উনমতি কৈল এত পরমাদ।
এ ঘোর গহন বনে আনে প্রাণনাথ॥
এই উনমতি আমা কৈল অনাদরে।
কাণুর অধরমধু পিয়া নিরন্তরে॥
শুদ্ধভাবে কৃষ্ণ আরাধিল এই রামা।
সফল 'রাধিকা' নাম ধরে পূর্ণকামা॥
আত্মারাম অখণ্ডিত নিজসুখ ধরে।
সেহ বিমোহিল সখী কোন্ পরকারে॥
এই ব্রজরমণী তেজিয়া দূর-বনে।
এক সখী লৈয়া হরি আইলা কোন্ গুণে॥
হের দেখ বসিয়া আছিল এইখানে।
এথা রতি রতিসুখ কৈল দুইজনে॥
ধন্য এই কৃষ্ণ-পদ-রেণু ত্রিভুবনে।
বিরিঞ্চি-শঙ্করে শিরে ধরয়ে যতনে॥
লক্ষ্মীদেবী সবে ধরে সেই রেণু-আশা।
হেন পদরেণু ঘোর বনে পরকাশা॥
কত দূরে নিল হরি কোন্ দুচারিণী।
তার পদ দেখি উঠে হৃদয়ে আগুনি॥

এখানে চরণ তার কেনে নাহি দেখি।
বহিয়া কামুক হরি নিল হেন লখি ॥
শিল-তৃণ-অঙ্কুরে চরণে হৈল ঘাত।
আপনে বহিয়া সখী নিল জগন্নাথ ॥
হের দেখ কৃষ্ণপদ অধিক মগন।
রমণী বহিতে ভর রক্ষিল লক্ষণ ॥
হের দেখ রমণী নামায়া এইখানে।
কুসুম তুলিল হরি সখীর কারণে ॥
বিচিত্র বিবিধ ফুলে গাঁথি দিব্য মালে।
এথায় গোপাল দিল কামিনীর গলে ॥
এইখানে বসিয়া আছিল দুইজন।
এথা থাকি কৈল সখি-কবরীবন্ধন ॥
এইমনে বনে-বনে চাহে ব্রজরামা।
না দেখিয়া প্রাণনাথ হৈল হতকামা ॥
পূর্ণকাম নারায়ণ নিজসুখময়।
তহু ব্রজরমণী রমিল অতিশয় ॥
কামিনী লাগিয়া কামী এত দুঃখ পায়।
নারীর কঠিন চিত্ত জগতে বুঝায় ॥
সুখহেতু রতি যদি করে নারায়ণে।
তবে বা পরমানন্দ বলিব কেমনে ॥

লীলা-নরবর হরি রসিক সুজান।
রতিকেলি-ছলে হরি বুঝাএ গেয়ান॥
মুনি বোলে—শুন রাজা! আর অদভুতে।
বনে-বনে ব্রজনারী বেড়ায়ে চাহিতে॥
যে রমণী লৈয়া হরি গেলা দূর-বনে।
সে গোপীর মনে উপজিল অভিমানে—॥
ত্রিভুবনে নাহি ধন্য আমা সমতুল।
আমার লাগিয়া কাণ্‌ কৈল এতদূর॥
শতশত রমণী তেজিল ভজমানা।
সকল-সুন্দরী-মাঝে আমি সে প্রধানা॥
মানে গরবিতা গোপী বোলে কোন বাণী—।
হাটিতে না পারি আমি—শুন যদুমণি!॥
মনে দেখ—যথা ইচ্ছা বহি নেহ মোরে।
নহে বা চলিতে নারি—জানাইল তোমারে॥
হাসিয়া গোপালে বোলে—শুন হে সুন্দরি!।
চড়-সিয়া তোমা বহি' নিব কান্ধে করি॥
এ বোল বলিতে কৃষ্ণ কৈলা অন্তর্দ্ধান।
ভূমিতে পড়িল গোপী তেজিয়া গেয়ান॥
গোপীর দগধ তনু বিরহ-সন্তাপে।
ধরণী লোটায়া সখী করএ বিলাপে—॥

হা নাথ! হা প্রাণপতি! পুরুষরতন!।
মহাভুজ! হে বান্ধব। গোপী-কুল-ধন! ॥
দরশন দিয়া প্রভু! দেহ প্রাণদান।
নহে বা উদ্দেশে আমি তেজিব পরাণ ॥
এইরূপে বোলে সখী কাকুতি-বচনে।
হেনকালে তথা আসি মেলে গোপীগণে ॥
তা দেখিয়া দুঃখ পুন শোক পায়া মনে।
বিরহিণী-সখীরে পুছিল গোপীগণে — ॥
এতদূর আনি তোমা তেজে কি-কারণে।
কহ দেখি সখি! বাত পুছে গোপীগণে ॥
আদি-অন্তে সকল কহিল ব্রজনারী।
যতেক পিরিতি-রতি দিল বনমালী ॥
দূর-বনে আনি যত করিল সম্মান।
তেজি গেল পাছে যত দিয়া অপমান ॥
সকল কহিল সখী যুবতীসমাঝে।
বিস্ময় ভাবিয়া গোপী মজিল প্রমাদে ॥
যাবত উদিত চান্দ আছিল গগনে।
তাবত চাহিল তারা প্রতি বনে-বনে ॥
ভয়ঙ্কর বন হৈল ঘোর অন্ধকারে।
গহন কাননে কেহো চলিতে না পারে ॥

পালটি আইল পুন যমুনাপুলিনে।
সভে মেলি কৃষ্ণগুণ গাএ অনুক্ষণে॥
কৃষ্ণের চরণে মন—কৃষ্ণগুণ গায়।
কৃষ্ণের চরিত বিনে আন নাহি ভায়॥
কৃষ্ণভাবে ব্রজনারী আপনা পাসরে।
পতি-সুত-গৃহ-আদি মনেহো না পড়ে॥
গোপাল-চরিত-গুণ গাএ উচ্চস্বরে।
'হের আইসে কৃষ্ণ' বলি চৌদিগে নেহালে॥
এইরূপে বনে রহে গোপী বিরহিণী।
গীতবন্ধে একত বোলে কানুবাণী॥
ভাগবত-আচার্য্যের চিত (আচার্য্য-রচিত?) রসময়।
শুনিলে দুরিত হরে—খণ্ডে ভবভয়॥

---

(৬)

ভাটিআলি রাগ।

মুনি বোলে— শুন রাজা ভকতপ্রধান!।
কহিব গোপাল-গুণ-চরিত-বাখান॥
সকল গোপিকা মেলি যমুনাপুলিনে।
গোপাল-উদ্দেশে বুলে কাকুতিবচনে—॥

যে দিনে জনম লৈলে নন্দঘোষ-ঘরে।
সেই দিন লক্ষ্মী আসি রহিলা গোকুলে॥
সকল সম্পদ বাঢ়ে সে দিন অবধি।
গোকুলে আসিয়া রহে অষ্ট মহাসিদ্ধি॥
সতত আনন্দ বাঢ়ে সর্ব্বলোকে জয়।
তোমার জনম-গুণে এত সুখ হয়॥
আমিসব গোপী সেই গোকুলবাসিনী।
তবে কেনে তেজ নারী বিরহদুখিনী॥
আমিসব ব্রজনারী নিজ পরিজন।
প্রাণ রাখ প্রাণপতি! দিয়া দরশন॥
কি কহিব প্রভু! তোর নয়নযুগল।
শারদ-কমল-আভা—কান্তি মনোহর॥
আমিসব দাসী হৈল এই দরশনে।
বিকাইল সুন্দরী গোপী বিনি মূলধনে॥
দরশন দিয়া যদি না রাখ পরাণ।
তিরি-বধ হৈল হের দেখ বিদ্যমান॥
কালিনাগ তোমারে দংশিল বিষজালে (জলে?)।
তাহাতে রাখিলে সেই আপনে এড়াইলে॥
অঘাসুর বধিয়া রাখিলে আরবার।
তোমা বিনে গোপী জীতে নাহি পরকার॥

পর্ব্বত ধরিয়া নিবারিলে বরিষণে।
এইমতে একবার রাখিলে আপনে॥
অগ্নি পান করিয়া রাখিলে আরবারে।
তবে রক্ষা কৈল বৃষ-দৈত্যের সংহারে॥
এইরূপে নানা ভয় করিয়া খণ্ডন।
রাখিয়া আমারে কেনে না রাখ এখন॥
যদি বোল—আমি হই নন্দের তনয়।
কেমতে খণ্ডিল তোমার এতেক সংশয়॥
এ বোল বলিয়া তুমি ভাণ্ডিবে কাহারে।
নন্দসুত নও তুমি স্বরূপ-বিচারে॥
অখিল জীবের তুমি সর্ব্ববুদ্ধে সাক্ষী।
বিশ্ব-প্রতিকার-হেতু মূর্ত্তিমান্ লখি॥
ব্রহ্মা আরাধিল তোমা লোক-হিত-হেতু।
যদুকুলে জনমিঞা রাখ ধর্ম্মসেতু॥
ভবভয়ে যে লয়ে শরণ পদতলে।
জনম-শঙ্কট-ভয় নহে কোন কালে॥
এহেন অভয়-পায়ে লইনু শরণ।
শিরে কর দিয়া প্রভু! রাখহ জীবন॥
সর্ব্বসিদ্ধি বৈসে প্রভু! তোমা-করতলে।
গোপীগণ জীয়ে তবে যদি দেহ' শিরে॥

ব্রজকুলে কর তুমি আরতি-ভঞ্জন ।
নিজ-জন-অভিমান করহ খণ্ডন ॥
ব্রজনারী আমিসব নিজদাসীগণ ।
প্রাণ রহে যদি দেখি সে চান্দবদন ॥
অমল-কমল-তুল চরণযুগল ।
প্রণতজনের হরে দুরিত সকল ॥
লক্ষ্মীদেবী যে-পদ্ম-কমল-তলে বসে ।
হেন পদযুগ চলে ধেনু-পাছে-পাছে ॥
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ তোমা-অভয়-চরণ ।
হেন পদ কৈল কালি-শিরের ভূষণ ॥
তবে কেনে কৃপা নাহি নিজ গোপীগণে ।
প্রাণ রাখ স্তনে পদ কর আরোপণে ॥
তোমার মধুর বাণী মোহে বুধজন ।
নারীজাতি আমাকে মোহিতে কতক্ষণ ॥
সেই সুধা-বাণী শুনি হৈয়াছি কিঙ্করী ।
প্রাণ রাখ অধর-অমৃত দান করি ॥
তোমার চরিত-কথা—অমৃতের ধারা ।
এ ঘোর সংসার-দুঃখ-সন্তাপ-নিবারা ॥
পুরাণ পুরুষগণে গাএ নিরন্তর ।
শুনিলে দুরিত হরে—শ্রবণ মঙ্গল ॥

মহাজনগণে কৈল জগতে বিস্তার।
কেবল চরিত-কথা কহিলে নিস্তার॥
হেন পুণ্য গুণ-কথা কহে যে বা জনে।
সর্ব্ব-দান-পুণ্য-ফল লভে ততক্ষণে॥
অমৃতমধুর ভাষা—মন্দ মধু হাস।
কুটিল কটাক্ষপাত লীলা পরিহাস॥
ললিত চঞ্চল লীলা-চলন চপল।
এ সব তোমার লীলা ধেয়ান-মঙ্গল॥
আমিসব মুগধী দেখিয়া এই লীলা।
দরশন দিয়া প্রাণ রাখ নন্দবালা॥
গোধন চালায়া তুমি যদি চল বনে।
অমল-কমল-তুল কোমল চরণে॥
শিল-তৃণ-অঙ্কুরে লাগয়ে জানি পাও।
তা লাগি হৃদয় দহে—স্থির নহে গাও॥
গোকুলে যখনে আইস দিন-অবসানে।
চৌদিগে বালকসঙ্গ চালায়া গোধনে॥
কুটিলকুন্তলযুত শ্রীমুখমণ্ডল।
গোধূলি-ধূষর চারু অরুণ অধর॥
তা দেখিয়া মনে উঠে মদন-আগুনি।
কেমন উপায়ে প্রাণ ধরিব রমণী॥

প্রণতজনের সর্ব্বকামফলদাতা।
লক্ষ্মীদেবী করে যে চরণযুগ পূজা ॥
গোপীর ধেয়ান পদ ধরণীভূষণ।
হেন পদ কর প্রভু। কুচে আরোপণ ॥
তোমার অধরযুগ শোকবিনাশন।
মধুর মুরলীরন্ধ্র করএ চুম্বন ॥
দেখিলে বাঢ়এ কাম-রতি-অনুরাগ।
সংসার-বাসনা-বন্ধে করাহ বৈরাগ ॥
হেন যে অধরমধু যদি কর দান।
তবে সে রহিব গোপীজনের পরাণ ॥
দিবসে বেড়াও যদি কানন-অটনে।
তিল এক যুগ-সম হেন লয় মনে ॥
না দেখিলে কতকত বাঢ়য়ে বিষাদ।
চন্দ্রমুখ দেখি যদি সে বড় প্রমাদ ॥
নয়ন ভরিয়া যদি দেখিব আনন।
তাথে বিধি জড়মতি কৈল বিড়ম্বন ॥
আঁখির নিমিষ দিল আর লোমাবলি।
মনের সন্তোষে মুখ চাহিতে না পারি ॥
পতি সুত কুল ধন গৃহ পরিবার।
তেজিয়া চরণযুগ ভজিল তোমার ॥

মধুর মুরলীনাদে মোহিল যুবতী।
রজনী রমণী তেজে কেহেন কুমতি॥
হাস-পরিহাস-বাণী প্রেম-দরশন।
কমলা-নিবাস বক্ষ হসিত-বদন॥
এ সব চিন্তিতে মন মোহে অতিশয়।
সঙ্কটে পড়িল গোপী—জীবন সংশয়॥
চরণ-কমল-যুগ অতি সুকোমল।
সহজেই নারীর কঠিন পয়োধর॥
ভয় মানি কুচে আনি করি আরোপণ।
হেন পদে কর তুমি বিপিনে ভ্রমণ॥
শিল-তৃণ-অঙ্কুরে বেদন জানি লাগে।
সোঙরি সোঙরি মনে দুঃখ দুন জাগে॥
এই পরকারে বিরহিণী ব্রজনারী।
কতেক বিলাপ কৈল—কহিতে না পারি॥
ভাগবত-আচার্য্যের চিত (আচার্য্য-রচিত ?) রসময়।
শুনিলে দুরিত হরে—খণ্ডে ভবভয়॥

---

(৪)

যথা রাগ।

শুকমুনি বোলে—রাজা! শুন পরীক্ষিত!।
রসময় রাসকেলি গোপালচরিত ॥
এইরূপে বিলাপ করিয়া ব্রজনারী।
কান্দিতে লাগিল গোপী উচ্চ স্বর করি ॥
নিজ-জন-দুঃখ দেখি প্রভু দয়াময়।
দরশন দিলা হরি করুণ-হৃদয় ॥
আচম্বিতে মাঝে কৃষ্ণ দেখে গোপীগণ।
পূর্ণিমিক চান্দ যেন দিলা দরশন ॥
ভুবন মোহিল রূপ—কহিতে না পারি।
পীতবাস-পরিধান বনমালাধারী ॥
ইন্দু-কোটি জিনি মুখ—রূপ কোটি কাম।
ভুবনমোহন লীলা—জলধর-শ্যাম ॥
গোপাল দেখিয়া গোপী চকিতনয়ন।
সেইক্ষণে ত্বরিতে উঠিল গোপীগণ ॥
চৌদিগে রমণীগণ দাণ্ডায়ে সন্তোষে।
প্রাণ আইলে যেন তনু ইন্দ্রিয় প্রকাশে ॥
কেহো কর-সরোজ ধরিল ব্রজনারী।
কেহো বাহু চন্দনচর্চ্চিত অংসে ধরি ॥

অঞ্জলি পাতিয়া লৈল তাম্বূলচর্ব্বণ।
কেহো কুচযুগে পদ কৈল আরোপণ॥
কেহো কোপে ভ্রূকুটি কটাক্ষপাত করি।
অধর দংশিয়া দন্তে রহে ব্রজনারী॥
কোন গোপী আঁখিযুগ ধারিয়া নিমিষে।
বয়ান-পঙ্কজ-মধু পিয়ে সুধারসে॥
কোন গোপী আঁখিরন্ধ্রে হৃদয়ে করিয়া।
মনে আলিঙ্গন দিল হৃদয়ে পূরিয়া॥
কৃষ্ণদরশনে হৈল আনন্দ প্রচুর।
খণ্ডিল বিরহতাপ—দুঃখ গেল দূর॥
পরম আনন্দনিধি মজিল রমণী।
কে বা কোথা আছে কেহো কিছুই না জানি॥
সহজে কন্দর্পকোটি রূপ মনোহর।
রমণীমণ্ডলে শোভে অধিক সুন্দর॥
যমুনা-পুলিন-বন বিকস-মন্দার।
প্রফুল্ল কুসুম কুন্দ ভ্রমরঝঙ্কার॥
শারদ-বিমল-চান্দ-কিরণ-সংহতি।
খণ্ডিল রজনীতম—ঝলমল-জ্যোতি॥
যমুনা-তরঙ্গে তট কৈল বিরচিত।
কোমল তরল তট বালুকাশোভিত॥

ব্রজবধূ লৈয়া তাথে কৈল পরবেশ।
বিবিধ কৌতুক কেলি কৈল হৃষীকেশ॥
রাসরসবিলাস বিবিধ কেলিকলা।
ত্রৈলোক্যমোহন বেশ ধরে নন্দবালা॥
মনোরথসাগরে রমণী কৈল পার।
যেন শ্রুতিগণ পাইল তত্ত্বের বিচার॥
নিজনিজ বাসে গোপী রচিল আসন।
তাহার উপরে বৈসে প্রভু নারায়ণ॥
যোগীন্দ্রহৃদয়ে যার কল্পিত আসনে।
হেন প্রভু রহে ব্রজযুবতী-বসনে॥
কমলার মনোহর হেন রূপ ধরে।
তা দেখিয়া ব্রজনারী আপনা পাসরে॥
কটাক্ষ-মোচন কেহো করএ বিলাস।
মধুর বচন কেহো বোলে মধুহাস॥
চরণ তুলিয়া কেহো কোলে তুলি নিল।
কুচের উপরে কেহো হস্ত তুলি দিল॥
ঈষত করিয়া ক্রোধ বোলে ব্রজনারী—।
শুন প্রভু। বলি কিছু বোল দুই চারি॥
যে ভজে তাহাকে পাছে ভজে কথো জন।
না ভজিতে কেহো ভজে—কি তার কারণ॥

ভজে বা না ভজে কেহো নহে ভজমান।
কি হেতু এ সব প্রভু! কহ বিদ্যমান॥
গোপীসব দিল যদি কটাক্ষে উত্তর।
হাসিয়া কি বোলে বাণী প্রভু দামোদর—॥
ভজিলে যে ভজে সখি! ধর্ম্মে নাহি লেখি।
পরহিত সে নহে—আপন কার্য্য দেখি॥
না ভজিলে ভজে যে—কেবল দয়াময়।
বিনা হেতু যেন পুত্রে পিতার হৃদয়॥
সেই সে পরম ধর্ম্ম—এই পরহিত।
শুন সখি! আর আমি যে কহি বিদিত॥
না ভজিলে ভজিব আছুক তার কাজ।
গর্ব্বভাবে যে ভজে—না যায়ে তার কাছ॥
কেহো তার আত্মারাম—নিজসুখে সুখী।
তে-কারণে ধর্ম্মাধর্ম্ম-অপেক্ষা না দেখি॥
আপ্তকাম কেহো তার অমোঘ-বাঞ্ছিত।
তে-কারণে নাহি তার পরহিতাহিত॥
মূর্খজন কেহো,—নহে কার্য্যের বিচার।
ভজিতেহো না ভজে অজ্ঞান দুরাচার॥
গুরুদ্রোহী কহে তারে,—ভজিলে না ভজে।
কহিল সকল সখি! তোমার সমাজে॥

এ সব জনের মাঝে আমি কেহো নহি।
শুন সখি! আমার সহজ কথা কহি॥
ভজিলেহো না ভজি—আমার এই রীতি।
নিরবধি ভজে যেন করিয়া পিরিতি॥
অধনে লভিলে ধন হারাএ যখনে।
তাহার চিন্তায়ে আর কিছুই না জানে॥
ভজিলে না ভজি আমি এই সে কারণে।
চিন্তিতে ভকতি যেন বাঢ়ে অনুক্ষণে॥
লোক বেদ পতি সুত গৃহ পরিজনে।
এ সব ছাড়িলে তোরা আমার কারণে॥
তবে যে তোমাকে তেজি রহিল অন্তরে।
আমাতে ভকতি যেন বাঢ়ে নিরন্তরে॥
জানিঞা করিহ ক্রোধ—শুন ব্রজরামা!।
আমি অপরাধী—তোমার গুণে নাহি সীমা॥
তোরা সে ভজিলে প্রেম ধরিয়া ভকতি।
তাহা কি শুধিতে পারি আমার শকতি॥
ব্রহ্মার বয়েসে যদি করি উপকার।
তহু ত সুধিতে সখি! না পারিব ধার॥
গৃহ বন্ধু ছাড়ি আইলে দুর্জ্জয় শিকলি।
কোন্ উপকারে তোমা জিনিবারে পারি॥

তুমি যত কৈলে আমায় ভকতি-প্রণয়।
সবে এই আর কিছু উপকার নয়॥
কৃষ্ণকেলি রাস-রস-সুধা-অনুবন্ধ।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর প্রবন্ধ॥

---

(৫)

কেদার রাগ।

শুকমুনি বোলে—রাজা শুন পরীক্ষিত!।
অপরূপ রাসকেলি গোপালচরিত॥
এইরূপে কৃষ্ণের মোহন মধু বাণী।
চাতুরীবচন যত শুনিঞা রমণী॥
ছাড়িল বিরহতাপ—পূর্ণ ভেল সিদ্ধি।
আনন্দে মজিল গোপী পায়া গুণনিধি॥
তবে কৃষ্ণ রাসকেলি কৈল অনুবন্ধে।
বাহে-বাহে যুবতী ধরিয়া বাহুবন্ধে॥
রাসমহোৎসব হৈল রমণীসমাজে।
দোঁহ-দোঁহ যুবতী—গোপাল মাঝেমাঝে॥

হেনকালে সুর সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
নিজনিজ নারী সহ আইল বিদ্যাধর॥
দেবরথে পূরাইল আকাশমণ্ডল।
শঙ্খ ভেরী দুন্দুভি বাজএ নিরন্তর॥
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া বাজে দেবের বাজন।
আকাশ ভরিয়া পড়ে পুষ্পবরিষণ॥
রথের উপরে নাচে দেবের নাচনি।
বিদ্যাধরে গাএ গীত মধু-রস-ধ্বনি॥
সিদ্ধগণ মুনিগণ করএ স্তবন।
কৃষ্ণের নির্ম্মল যশ গাএ সুরগণ॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুরের ঝনঝনি।
অঙ্গ-অভরণ-শব্দে পূরিল মেদিনী॥
তুমুল শবদ হৈল এ রাসমণ্ডলে।
রমণীসমাঝ-মাঝে কৃষ্ণ শোভা করে॥
হেম-মণি-মাঝে যেন ইন্দ্রনীলমণি।
বিনি-সূতে হার যেন বিচিত্র গাথনি॥
দোঁহ-দোঁহ গোপীমাঝে দেবকীনন্দন।
কতো গোপী কতো কাণু—না যাএ গণন॥
পদ-আরোপণ ভুজযুগল কম্পিত।
কটাক্ষবিলাস দৃগঞ্চল বিরাজিত॥

ক্ষীণ কটি,—ভঙ্গ কুচ,—আলোলিত বাস।
গণ্ডযুগ তরলিত কুণ্ডল-বিলাস॥
ঘর্ম্মকণা-বিরাজিত বয়ন-মণ্ডল।
বিগলিত নীবিবন্ধ কবরী কুন্তল॥
রতি-রস-বিলাস বেকত বহু ভাঁতি।
বিগতবসনা হৈল সকল যুবতী॥
জলধরচয়ে যেন সৌদামিনীমালা।
বহু কৃষ্ণ মাঝে শোভে বহু ব্রজবালা॥
রতি-রস-অনুরাগে ভুলিল রমণী।
বিমল গোপালযশ গাএ উচ্চধ্বনি॥
ধন্য ব্রজনারী ধন্য এ তিন ভুবন।
গোপীর পবিত্র গুণ গাএ অনুক্ষণ॥
বহুবিধ গীতভেদ গোপালের গান।
কেহো কেহো 'সাধু সাধু' করএ বাখান॥
ধ্রুপদ করিয়া সব কোন গোপী গায়।
'ধন্য ধন্য' বলিয়া প্রশংসে যদুরায়॥
স্তম্ভিত নয়ন-ভুজ-চরণ-সঞ্চারা।
চিত্রের পুতলী যেন রহে ব্রজবালা॥
গোপালের কান্ধে কেহো দিয়া নিজ কর।
গলিত বসন বেশ রহে নিরন্তর॥

কৃষ্ণের আজানু বাহু কেহো লৈল কান্ধে।
পুলকিত হৈয়া গোপী রহে বাহুবন্ধে॥
নটন চঞ্চল গণ্ড কুণ্ডলমণ্ডিত।
নিজ গণ্ড গোপী তাহে কৈল আরোপিত॥
তাম্বূলচর্ব্বিত তাহে দিল গদাধরে।
নাচএ গোপিকা কেহো গাএ মন্দস্বরে॥
কিঙ্কিণী-মঞ্জীর-রব ঝনঝনি বোলে।
কি ভেল আনন্দরস এ রাসমণ্ডলে॥
কমলাসেবিত যার চরণযুগল।
পতিভাবে ভজে গোপী হেন দামোদর॥
করে কণ্ঠ ধরিয়া করএ আলিঙ্গন।
বিহরে গোপাল পুন গায়ে গোপীগণ॥
কপোলে অলকাবলি—কর্ণে উতপল।
ললাটে চন্দনবিন্দু—গণ্ডে ঘর্ম্মজল॥
নানা বেশ ভূষণ পরিয়া ব্রজনারী।
বহুবিধ কৌতুকে করএ রাসকেলি॥
বলয়-নূপুর-নাদ কিঙ্কিণী-বাজন।
ব্রজবধূ নাচয়ে—নাচয়ে নারায়ণ॥
অলিকুল-ঘোষ ভেল সুগীত সুসার।
কি রসে মণ্ডিত ভেল কি রসে বিহার॥

তিন লোক ভেল রাজা। ভাবে বিমোহিত।
কি পুন কহিব তাহা শুন পরীক্ষিত। ॥
কাহু করে আলিঙ্গন—কুচে নখরেহা।
কটাক্ষে ভুলায়ে কাহু—কাহু অঙ্গে দেহা ॥
উদার-বিলাস-হাস করে কাহুসঙ্গে।
রময়ে রমণী কাণু রাস-রস-রঙ্গে ॥
প্রতিবিম্ব চাহি যেন বালক বিহারে।
সেইরূপ রমণী রময়ে গদাধরে ॥
নিজসুখে পূর্ণ প্রভু আপ্ত-সর্ব্ব-কাম।
সর্ব্ব-রস-রসিক-শেখর গুণধাম ॥
সকল জগতে হএ কৃষ্ণের মুরতি।
কৃষ্ণবিনে আন নাহি বিচার যুগতি ॥
আপনেহি আপনা রমায়ে নারায়ণ।
বালক-বিহার-লীলা কে বুঝে কারণ ॥
না সম্বরে কুচপট পরিধানবাস।
বিগলিত ভূষণ—গলিত কেশপাশ ॥
চরকি পড়য়ে অঙ্গ—ধরণ না যায়।
ভাবেতে ভরল গোপী—কি আর উপায় ॥
দেখিয়া গোপালকেলি বিবুধ-বনিতা।
মুরছি পড়িল রথে—কামে বিমোহিতা ॥

নিজগণ-সহিতে মোহিত শশধর।
সুর সিদ্ধ বিমোহিত হৈল নিরন্তর॥
যত ব্রজবধূ তত দেবকীনন্দন।
লীলায়ে রমিল গোপী প্রভু নারায়ণ॥
শ্রমজল ভেল গোপীর বয়নমণ্ডলে।
তা দেখিয়া দয়া কৈল প্রভু দামোদরে॥
নিজ করকমলে মুছিল শ্রমজল।
নিজ ভুজে আলিঙ্গন দিল গদাধর॥
কনক-কুণ্ডল-জ্যোতি গণ্ড বিরাজিত।
মন্দ-মধু-স্মিত-হাস বিলাস-মুদিত॥
নানা রতিভাব গোপী করিয়া বিস্তার।
গায়েন গোপাল-গুণ-জন্ম-অবতার॥
তবে যত ব্রজনারী করিয়া সংহতি।
যমুনার জলে কেলি করে যদুপতি॥
জলকেলি করএ বিবিধ পরিপাটি।
হাসিয়া গোপিকা করে জল-ছিটাছিটি॥
চৌদিগে রমণী করে জল-বরিষণ।
রথে চঢ়ি পুষ্প বরিষএ সুরগণ॥
দেববাদ্য বাজে—যত নাচে বিদ্যাধরী।
সুর সিদ্ধ করে স্তুতি দিব্য রথে চঢ়ি॥

গজেন্দ্রলীলায়ে হরি করে জলকেলি।
ভাবে বিমোহিত হৈল সুর-গোপ-নারী॥
জলকেলি করিয়া উঠিলা নারায়ণ।
চৌদিগে ভরিয়া রহে যত গোপীগণ॥
যমুনার তীরেতীরে করএ বিহার।
সুগন্ধ কুসুম মত্তভ্রমরঝঙ্কার॥
শারদ-পূর্ণিমা-শশী রজনী বিরাজে।
বিহরে গোপাল গোপযুবতীসমাঝে॥
না ছোড়ল রস প্রভু নিজ যোগবলে।
রমায়ে রমণীসব সু-রতে বিহারে॥
রসিক নাগর হরি সুখরসময়।
রমিল রমণী কাম করিয়া উদয়॥
রাজা বোলে—শুন মুনি শুক মহাশয়।
আমার হৃদয়ে ভেল এ বড় সংশয়॥
অধর্ম্ম করিব নাশ—ধর্ম্মের স্থাপন।
অবতার কৈল হরি এই সে কারণ॥
আপনে করিয়া ধর্ম্ম লোকেরে বুঝায়।
তবে কেনে পরদার করে যদুরায়॥
তুমি বোল—নিজসুখে পূর্ণ নারায়ণ।
পরদারে রতিসুখ কি তার কারণ॥

সুখময় হৈয়া করে পরদারে রতি।
ঘুচাহ সংশয় মোর শুক মহামতি! ॥
এ বোল শুনিঞা বোলে ব্যাসের নন্দন—।
শুন রাজা! সাবধানে কহিব কারণ ॥
যে পুন ঈশ্বর হয়ে জ্ঞানে বলবান্।
ধরম করিয়া তার কি হএ গেয়ান ? ॥
ধর্ম্মে লাভ নহে তার পাপে অপচয়।
সর্ব্বভক্ষ হুতাসন—তেঁহ তেজোময় ॥
ঈশ্বর না হয় যদি দুষ্ট কর্ম্ম করে।
নরকে পতন তার হএ নিরন্তরে ॥
'রুদ্র' নহে নাম ধরে রুদ্রের সম বল।
বিষ খায়া সেইক্ষণে তেজে' কলেবর ॥
ঈশ্বরের বচন প্রমাণ করি ধরি।
ঈশ্বর-আচার লৈয়া বেভার না করি ॥
ঈশ্বরের আচারে বিচার নাহি হয়।
পুণ্যে লাভ নাহি তার পাপে অপচয় ॥
ঈশ্বরের হৃদয়ে না উঠে অহঙ্কার।
শুভাশুভ কর্ম্মফল না হএ তাহার ॥
অখিল-জগত-গুরু সর্ব্ব-লোক-গতি।
তার কর্ম্মে বিচার করহ নরপতি! ॥

যার পদ-রজ ভজি মহামুনিগণে।
তপ যোগ সমাধি করিয়া সমাধানে॥
স্বচ্ছন্দে বিহরে তেঁহু,—নহে ভববন্ধ।
হেন প্রভু লাগিয়া তোমার এত ধন্ধ॥
সর্ব্ব-ভূত-হৃদয়ে বসএ বনমালী।
লীলায়ে শরীর ধরি করে নানা কেলি॥
সেই সেই ক্রীড়া করে প্রভু নারায়ণ।
শুনিলেই হয়ে নর কৃষ্ণপরায়ণ॥
গোপগণে কেহো চিত্তে ক্রোধ না করিল।
যার যার নারী তার নিকটে আছিল॥
হেন মায়া ধরে প্রভু মহাযোগেশ্বর।
তবে যে কহিব আর শুন নরেশ্বর।॥
মহানিশা বহি গেল—প্রভাত সময়।
গোপীগণে আজ্ঞা তবে দিল দয়াময়—॥
(আপনার ঘরে যাহ—যদি মনে লয়।
সত্বরে চলহ গোপী! না কর সংশয়॥)
আজ্ঞা শিরে ধরি গোপী গেল নিজঘরে।
প্রভুর বিচ্ছেদ-দুঃখ রহিল অন্তরে॥
রাসকেলি রসময় কৃষ্ণের চরিত।
যে বা কহে যে বা শুনে হয়া সাবহিত॥

অতুল ভকতি তার হও নারায়ণে।
তার দুঃখ খণ্ডে তার অনাদি বন্ধনে॥
ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধু-রস-গান॥

ইতি শ্রীভাগবতাচার্য্য-বিরচিত
শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় সম্পূর্ণ॥

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু॥

সাবধান! সাবধান!!

বিজয়া বটিকা—জাল হইতেছে।

বিজয়া বটিকার—মূল্যের কম বেশী নাই।

বিজয়া বটিকা—নির্দ্দিষ্ট মূল্যে চিরদিন বিক্রীত।

বিজয়া বটিকা জাল করিতেছে।

বিজয়া বটিকার এই অলৌকিক শক্তি আছে বলিয়াই, বিজয়া বটি বিক্রয় এত অধিক; কিন্তু দুঃখ এই, জুয়াচোরগণ এই বিজয়া বটিকা—

জাল করিতেছে।

কলিকাতায় কতকগুলি জুয়াচোর ব্যক্তি বিজয়া বটিকার অবিকল ট্রেড আদি নকল করিয়া, মফঃস্বলের অধিবাসীগণকে পাইকেরী দরে বেচিতে দরও সস্তা দিতেছে। এই জাল বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া, অনেক কু-ফল প্রাপ্ত হইতেছেন; অনেকের রোগ একেবারে আরাম হইতেছে না। ঔষধে কখন কি রোগ আরাম হয়?

বিজয়া বটিকার মূল্যাদি।

বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাকিং	ভিঃ পি
১নং কৌটা ১৮	৷৶৹	।৹	৶৹	৴৹
২নং কৌটা ৩৬	১৶৹	।৹	৶৹	৴৹
৩নং কৌটা ৫৪	১৷৶৹	।৹	৶৹	৴৹
বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ				
৪নং কৌটা ১৪৪	৪।৹	।৹	৶৹	৴৹

বিজয়া বটিকার পাইকেরী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে, কমিশন এক টাকা; অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন; ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২ নং এক ডজন লইলে, কমিশন দেড় টাকা, অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২ নং বার কৌটা পাইবেন, ডাক মাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন।০ চারি আনা।

৩ নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা, অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃ মাঃ এক টাকা, ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

বার কৌটার কম লইলে এমন কি, এগার কৌটা লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না।

বিজয়া বটিকার প্রসিদ্ধি।

বিজয়া বটিকা আজ ভারত-প্রসিদ্ধ। অধিক কি, পারস্যে, আরবদেশে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায় জাপানে এবং লণ্ডন মহানগরেও বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দরিদ্রের কুটীরে, রাজ্যেশ্বর রাজার সিংহাসন-সমীপে, আজ বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজ-রমণী-কুলের বিজয়া বটিকা বিশেষ প্রিয় বস্তু। জানি না কেন, কোন্ গুণে, বিজয়া বটিকা দেশীয় সামগ্রী হইয়াও, ইংরেজ-নরনারীর মন আকর্ষণ করিল।

জাপান দেশে বিজয়া বটিকার বড় আদর।

বিজয়া বটিকার শক্তি।

বিজয়া-বটিকার শক্তি, মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত। যে জ্বররোগ ডাক্তারী, কবিরাজী বা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, আত্মীয় স্বজন যে রোগীর জীবনের আশা পর্য্যন্ত একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন বহুসংখ্যক রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

সময় বিশেষে বিজয়া বটিকা বজ্রাপেক্ষাও কঠোর,—আবার সময়-বিশেষে বিজয়া বটিকা কুসুম অপেক্ষাও কোমল। সামান্য মাথাধরা হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাইদ অতি গুরুতর প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত বিজয়া বটিকা দ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে। বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ব,—এইখানেই গুণপণা,—এইখানেই অলৌকিকত্ব।

বিজয়া বটিকার অলৌকিকত্ব।

রোগীর নাড়ীতে ২৪ ঘণ্টাই জ্বর আছে, প্লীহার কামড়ানি এবং যকৃতের টাটানীতে রোগী অস্থির হইয়াছে, রোগীর হাত মুখ পা পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে,—এমন বিবিধ ব্যাধিগ্রস্ত রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য হইতেছেন;—অথচ এদিকে আপনার জ্বরজ্বালা কিছুই নাই,—প্লীহা যকৃৎ নাই,—সহজ শরীরে আপনি বিজয়া বটিকা সেবন করুন, আপনার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইবে লাবণ্য বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং বিজয়া বটিকাকে অদ্ভুতপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তিধর ঔষধ কে না বলিবে?

বিজয়া বটিকা এবং কুইনাইন।

কুইনাইন সেবনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকায় সহজেই তাহা আরাম হয়। দশ পনর দিন অন্তর পুনঃপুনঃ জ্বররোগে যিনি কষ্ট পাইতেছেন, বিজয়া বটিকা তাঁহার জ্বররোগে ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ।

বিজয়া বটিকার নিকট কুইনাইন চিরপরাজিত। বিজয়া বটিকার প্রাদুর্ভাবে অনেক গ্রামে ও নগরে কুইনাইনের প্রভুত্ব কমিয়া আসিতেছে। বিজয়া বটিকার এই গুণে অনেকেই মোহিত।

ইংরেজরমণীর পত্র।

নয় মাসের জ্বররোগ হইতে অব্যাহতি-লাভ।

পঞ্জাবের লাহোরনিবাসিনী ইংরেজ-মহিলা শ্রীমতী হারিস রজার্স ইংরাজীতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এইরূপ,—"বিজয়া বটিকা অদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন। নয় মাস কাল আমি জ্বরে ভুগিতেছিলাম। কিছুতেই আরাম হই নাই। অবশেষে, আমি আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি। আর এক আহ্লাদের কথা এই,—এই অতি স্বল্প মূল্যের বটিকা দ্বারা আমি ডাক্তারি চিকিৎসার প্রভূত অর্থব্যয় হইতে রক্ষা পাইয়াছি।"

দেশ-প্রসিদ্ধ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের

আশীর্ব্বাদ-পত্র।

"পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ বি, বসু এণ্ড কোং কল্যাণবরেষু।

গত দুই বৎসর যাবৎ আমাদের প্রাণপুর গ্রামে, ঘোরতর ম্যালেরিয়া উপস্থিত হওয়ায়, আমার ভ্রাতৃমাতাসহ বাড়ীর সকলেই ক্রমে ক্রমে বিষম জ্বরে সমাক্রান্ত হয়েন। ক্রমে প্লীহা এবং যকৃৎ সকলেরই হইল। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক এবং নানাপ্রকার কবিরাজী চিকিৎসা যতদূর সম্ভবে, তাহার ত্রুটি করিলাম না, কিন্তু কিছুতেই বিশেষ কোন ফল কাহারও হইল না; কেবল সাময়িক কিছু কিছু উপকার হইত মাত্র। পরে কোন প্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতার বোতল আনাইয়াছিলাম; তাহাও সেইরূপ ব্যর্থ হইল। তৎপরে ভাগ্যক্রমে সকলকেই একবার বিজয়া বটিকা সেবন করাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল

এবং তাহা আনাইয়া ক্রমে সকলকেই সেবন করাইলাম। এখন ৺ভগবৎকৃপায় সেই বিজয়া বটিকাই আমার বাড়ীর সকলকেই জীবনদান করিয়াছে। সকল-কেই সেই সুদারুণ রোগসঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়াছে। বিজয়া বটিকাই আমার বাটীর সকলের জীবন-সহায় হইয়াছে। সুতরাং ইহার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি, এমত আমার অন্য কিছুই নাই; কেবল কায়-মনোবাক্য-সম্মিলিত-আশীর্ব্বাদ মাত্র।

শ্রীশশধর দেবশর্ম্মা (তর্কচূড়ামণি,) প্রাণপুর, সদরপুর, ফরিদপুর।"

এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও হাকিমী বিফল।

রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত রামপুর ষ্টেটের হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল, বি, সিংহ কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

"যথাক্রমে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এবং হাকিমী মতে দীর্ঘকাল ধরিয়া চিকিৎসা করিয়াও, যে সকল রোগীর আদৌ কোন ফল হয় নাই, ইতি-পূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে যে এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়াছিলাম তাহা তাহাদিগের পক্ষে যেন মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণকে আপনার ম্যালেরিয়া-ঘটিত কম্পজ্বরের এই ধম্বন্তরিকল্প ঔষধ সাদরে গ্রহণ করিতে আমি ইতি মধ্যেই অনুরোধ করিয়াছি।"

বিজয়া বটিকা আশু উপকারক।

বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

"এখানে যে কয়েক জনকে বিজয়া বটিকা খাওয়ান হইয়াছিল তাহাদের বিশেষ উপকার হইয়াছে শীঘ্র ফল হয় দেখিয়া, লোকের বিলক্ষণ শ্রদ্ধা হইয়াছে। অতএব ৫নং বড় এক কৌটা বিজয়া বটিকা ফেরত ডাকে পাঠাইবেন, নিজ গঙ্গাটিকুরির বাটীতে রাখিয়া দিব।"

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

ফুলেলা।

ভারতবর্ষ ফুলের ভাণ্ডার। ভারত কুসুম অমূল্য রত্ন। এ ফুলের তুলনা নাই। সাতটী সদ্গন্ধযুক্ত ফুলের সার রস বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একত্রে মিলাইয়া (আয়ুর্বেদোক্ত, নানা মসলার সহিত) এই ফুলেলা তৈয়ারি হইয়াছে।

ফুলেলায় মনকে প্রফুল্ল রাখে। যে ঘরে ফুলেলা থাকে, সে ঘর সৌরভে সদা আমোদিত হয়, সর্ব্ব দুর্গন্ধ দূর হয়; গৃহস্থের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ফুলেলা দেবী দুর্গের ভূষণ।

ফুলেলা ব্যবহারে চুলের গোড়া শক্ত হয়। চুল কাল এবং চিক্কন হয়। ফুলেলায় চুল-উঠা দোষ দূর হইয়া চুল বৃদ্ধি পায়—ভ্রমরের ন্যায় কেশকলাপ হয়। বহুদিন ধরিয়া ফুলেলা মাখিলে টাক রোগ নষ্ট হয়। ফুলেলায় মস্তিষ্ক শীতল হয়, শিরোঘূর্ণন দূর হয়। হাত পা জ্বালা ও গাত্র জ্বালা দূর হয়। মাথার খুস্কি এবং চুলকানি নষ্ট হয়। পেটে মাখিলে পেট ঠাণ্ডা হয়। হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দাস্ত খোলসা হয়। প্রমেহাদি রোগও আরোগ্য হয়।

প্রতি শিশি ফুলেলার মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুলাদি ৸৹ বার আনা। একত্রে ১২ বার শিশি ফুলেলা লইলে ডাক মাশুলাদি ২৷৹ আড়াই টাকা মাত্র।

একত্রে ৬য় শিশি ফুলেলা লইলে ৫৲ পাঁচ টাকাতেই পাইবেন। ইহার ডাক মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। ছয় শিশির কম লইলে, কেহই কমিশন পাইবেন না।

ফুলেলার প্রশংসা-পত্র।

১ম পত্র।

কলিকাতা ষ্টার থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ ম্যানেজার এবং বিবাহ-বিভ্রাট, তরুবালা প্রভৃতির গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু লিখিয়াছেন,—"আপনাদের এ কোন্ ফুলের 'ফুলেলা'? মন্মথের ফুলধনু হইতে দু'চারিটী পাপড়ি চুরি করিয়া স্নিগ্ধ স্নেহ-রসে মিশাইয়াছেন কি নচেৎ সুবাসের কোমলতার মধ্যে এমন মধুর মোহিনীশক্তিটুকু আইল কোথা হ'তে? ঘ্রাণে কত হারাণ কথা প্রাণ যেন আবার কুড়াইয়া পায়। গৃহলক্ষ্মীর অলকায় একটু 'ফুলেলা' দিলে বোধ হয় তাঁহার পায়ে বেণী তৈল দিবার প্রয়োজন হয় না।"

২য় পত্র।

কলিকাতা হাইকোর্টের সূক্ষ্মদর্শী প্রসিদ্ধ উকীল এটর্ণী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম এ, বি এল, মহোদয় ফুলেলা সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন;—

"আপনাদের 'ফুলেলা' দুই শিশি ব্যবহার করিয়াই চুল-উঠা সম্বন্ধে অনেক উপকার পাইয়াছি। 'ফুলেলার' গন্ধ অতি মনোহর—স্নানের পরও অনেকক্ষণ গন্ধ থাকে।"

৩য় পত্র।

যিনি অবকাশরঞ্জিনী, পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গের কবিকুলচূড়ামণি হইয়াছেন,—এক্ষণে যিনি চট্টগ্রামের কমিশনরের পার্শনাল আসিষ্টাণ্টের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, সেই মহাকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন—'ফুলেলা' ব্যবহারে প্রীত হইয়া কি লিখিয়াছেন, দেখুন;—"কি স্নিগ্ধতায়, কি সৌরভে, কি বর্ণের গৌরবে,—'ফুলেলা' ব্যবহার করিলে মুগ্ধ হইতে হয়।"

বৃদ্ধি, অবসন্নতা-মোচন এবং শ্রান্তিদূরের জন্য এ সালসা সেবন করিলে, পথ্যের বা স্নানাদির কোন বাধাবাঁধি নিয়ম নাই। যেমন সহজ শরীরে স্নানাহারাদি করিয়া থাকেন সেইরূপই করিবেন। যেরূপ দ্রব্যাদি খাইলে, শরীর ভাল থাকে সহজে হজম হয়, সেইরূপ পথ্যই করিবেন।

কঠোর পরিশ্রমের পর সেবন করিলে, সঙ্গে সঙ্গে শান্তিদূর হয়।

হাতীমার্কা সালসার মূল্যাদি।

অগ্রিম কিছু মূল্যাদি না পাঠাইলে, আমরা হাতীমার্কা সালসা,—ডাকে, ভ্যালুপেবলে বা রেল-পার্শেলে পাঠাই না।

	মূল্য	ডাক মাঃ	প্যাকিং	ভিঃপিঃ
১নং আধপোয়া শিশি	৷৷৵৹	৷৷৹	৵৹	৴৹
২নং একপোয়া শিশি	১৶৹	৸৹	৵৹	৴৹
৩নং দেড়পোয়া শিশি	১৷৷৵৹	১৲	৶৹	৴৹

অনেকে ডজন ডজন (অর্থাৎ ১২টীর হিসাবে) এ সালসা লইতেছেন। একেবারে এক ডজন লওয়াই সুবিধা;—কেননা ইহাতে কমিশন পাওয়া যায়। এক ডজনের কম এমন কি ১১ এগার শিশি ঔষধ লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না। ৩নং অর্থাৎ দেড়পোয়া শিশির ১২ বারটার মূল্য ১৯৷৹ সাড়ে উনিশ টাকা, বাদ কমিশন ২৲ অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং একডজন সালসা পাইবেন। কিন্তু ইহার ডাকমাশুল ৭৲ সাত টাকা। তবে রেলওয়ে পার্শেলে এ ঔষধ লইলে দূরত্ব অনুসারে মাশুল ১৲ ২৲ ৩৲ বা ৪৲ টাকা পড়িয়া থাকে।